

## অদ্ভুত প্রেম এক

নন্দিনী হোসেন

১৮ আগস্ট ২০০৫

এতদিন জেনে আসছিলাম আমাদের দেশে মাঝারনের অবাধ্য কিছু বাম তান্ত্রিক এবং তালেবানী মুসলিমরা (আইদী গং) প্রচণ্ড আমেরিকা বিরোধী। যদি ও আমেরিকান ডলারে তাদের কোন আপত্তি আছে বলে শুনা যায় নি কখন ও। তবে ইদনিং আমি বেশ খন্দে পরেছি। খন্দটা হচ্ছে, প্রেম এবং ঘৃণার মধ্যে কোনটি বেশী শক্তিশালী তা মানুহ না হস্তান্তরে। কেমন যেন তালশুল দাকিয়ে যাচ্ছে সব। অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন আমি প্রেম বিরোধী! হিংসা বিদ্বেষ-দূর্ন আজকের এই পৃথিবীতে বরং প্রেমের বড়ই প্রয়োজন। তবে তা যে অনেক সময় স্বাভাবিক মুক্তি-বুদ্ধি লোপ করে দেয় মানুষের, তা আরেকবার যেন প্রমানিত হল। যেমন আমাদের কারো কারো আমেরিকা প্রেম এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মনে হয় আমাদের কড়র মুসলিম বন্ধুরা যেমন পবিত্র মক্কা-মদিনার নাম শুনা মাত্র ই ভাবের ঘোরে চলে যান। যেখানেই থাকেন না কেন,কাবা কে কেবলা করে পাঁচ শুয়াস্তুর মালাত (নামাজ শব্দটা দেখাছি ইদনিং বাতিল হয়ে যাচ্ছে) আদায় করেন ; তেমনি এই প্রেমিক রা ও মনে হচ্ছে আমেরিকার পবিত্র মাটিতে নিয়ম করে চুপন করেন দশ শুয়াস্তুর ! মুসলিমরা যেমন উদ্ভেজিত হয়ে পড়েন পবিত্র মক্কা মদিনার বিরুদ্ধে কিছু শুনলেই, তেমনি দেখি এই প্রেমিক রা ও কম যান না। এই জায়গায় কি অদ্ভুত মিল উভয়ের ! কঠিন প্রেমের মাহাত্ম্য বোধ হয় একেই বলে। মন মগজ অন্ধ করে দেয়। দূরের পৃথিবী তো দূরে থাক,আশ পাশ টা ও দেখা হয় না চোঁখ দুখানি মেলে।

ভিন্নমত সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খান (প্রাক্তন ম্যানেজার) কে এতদিন জানতাম একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিমেবে ! ইদনিং দেখাছি তিনি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যরা তার মতের সাথে একমত নয় বলে তিনি তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে তার ছায়াতলে জমায়ত হস্তয়ার আস্থান জানাচ্ছেন ! তার আস্থান শুনে মনে হচ্ছে তিনি নতুন কোন ধর্ম আবিষ্কার করেছেন মদ্য! এ যেন,বাংলাদেশে বোমা হামলার কাছে পাণ্ডুয়া জামাতুল মুজাহেদীনের লিফলেট ! যেখানে বাংলাদেশে শুধু ইসলামী আইন বলবৎ করার শপথ জানানো হয়েছে ! অন্য মত গ্রাহ্য করা হবে না ! কুদ্দুস খান ও অবাইকে আমেরিকা প্রেমিক বানানোর মিশন নিয়ে যেন মাঠে নেমেছেন ! অন্য মত তিনি ম হ্য করতে পারছেন না। হয়ত আর ও বেশী করে প্রেম না দিলে আমেরিকার পাতে কিছু কম পরে যাবে বলে তিনি আত্মিংকিত বোধ করেছেন !

আরেকটা নতুন তথ্য ও জানলাম ইদনিং কুদ্দুস খানের কল্যাণে। আমেরিকার বাসিন্দা না হলে নাকি আমেরিকা বিষয়ে কিছু লিখা যাবে না। এই নতুন ফতোয়া বেশ মজাদার ই বলতে হবে। তাহলে এত এত লিখা অন্য দেশ নিয়ে প্রতিদিন যে মেদেশে বসবাস না করে ও লিখা হচ্ছে,তার সব ই তবে বাতিল ঘোষ্য ! তবে প্রেমের ভাষায় আমেরিকা কে নিয়ে কিছু লিখলে বোধ করি কুদ্দুস খানের আপত্তি নেই। যত সমস্যা সব বিপক্ষে লিখলেই !

অনন্ত আমেরিকার চরিত্র যথার্থই চিত্রিত করেছেন তার লিখায়। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তার লিখায় প্রকাশ পেয়েছে দেশে দেশে আমেরিকার গন শত্রু ফেরীর নমুনা। শুধাকিই হাল মহল তাতে দ্বি-মত প্রকাশ করার কোন কারণ খুঁজে পাবেন না। আরেকটি কথা পরিস্কার হওয়া দরকার যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা কিন্তু আমেরিকার জনগনের বিরুদ্ধে নয়। অথবা আমেরিকার নিজস্ব ভ্রু-খন্ডে গনতন্ত্রের চর্চা নিয়ে ও কেউ প্রশ্ন তুলেন নি। মানবতাবাদীরা প্রশ্ন তুলেন আমেরিকা নামক দেশটির শাসকদের বিদেশ নীতি নিয়ে। কারণ মানবতাবাদীরা এক চোঁথা নীতি নিয়ে চলেন না। কুদ্দুস খান যেমন ইতিহাসের নিয়ম মানেন না, তিনি মনে করেন আজকের আমেরিকা এই নীতি নিয়েই অনন্ত কাল ধরে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। যদি ও আমরা জানি ইতিহাস তা বলে না। কোন মডুতাই চিরস্থায়ী হয় নি। বখিবার জন্য গৌকুলে কেউ না কেউ বেড়েই চলে !

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ নিদাত থাক বলে বামদলী দের বস্তা পঁচা শ্লোগানের দিন এখন আর নেই এটা ও মনে রাখতে হবে আমাদের। এদিকে আইদী গং দের ব্রিটেন আমেরিকার ডলার পাউন্ডে পকেট ভর্তি করতে ভরী মজা ! আবার নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার মমজিদে মমজিদে বুশ ক্রেয়ারের মুন্ডুপাত করার খায়েশ দেখলেও ভীরমি খেতে হয় ! এবই মরল প্রাণ মানুষের চোঁথে ঘোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ এখন আর আগের ধারায় নেই। বদলে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল। তারা আগের মত আর দেশ দখল করে না। করার দরকার ও নেই। তার বদলে তাদের পন্য দিয়ে, অংকুতি দিয়ে দিনে দিনে অধিকৃত দেশের হেশেলে পর্যন্ত ঢুকে যায়। নানা কায়দায় জনগনের মগজে সু-কৌশলে পঁচন ধরায়। ভুলিয়ে দেয় তাদের নিজস্ব কৃষি অংকুতি মডুতা। যদি ও এখনকার প্রেক্ষিতে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর বাসিন্দারা কেউই অমংম্পূর্ণ নয় অন্যের মাহায্য অযোগীতা ছাড়া। আজকের যুগে পৃথিবীর নিয়ামক শক্তি হয়ে দাড়িয়েছে প্রযুক্তি। ঊরত বিশ্ব থেকে পাতুয়া এই প্রযুক্তি সম্প ঊরত দেশ শুলোর জন্য আশির্বাদ স্বরূপ এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তার বদলে অনেক সময় তাদের কঠিন মূল্য পরিশোধ করতে হয় কড়ায় গলদায়। যেমন ,প্রখ্যাত ব্রিটিশ আংবাদিক রবার্ট ফিল্ডের ডাকায়,ইরাকে এখন মোবাইল এয়েছে,কিন্তু তার মুফল যা হয়েছে তা হল,দেখা যায় রাস্তায় কোন বিদেশীকে দেখা মাত্র ই রাস্তায় দাড়াইনো ছেলেটি মোবাইল টিপ তে ব্যস্ত হয়ে পরে। তার খানিক পর ই যেখানে হাজির হয়ে যায় যমদুতের মত আতৃদ্বাণী বোমা হামলাকারীরা ! এরকম অমংখ্য উদাহরন দেওয়া যায়। কিন্তু তার কি খুব দরকার আছে। মুক্তি মুরকীর মত মানুষ মরে গনতন্ত্রের নামক প্রমাদ বিলানোর নামে। তা ও যদি মাতের গনতন্ত্র আম ত। হায় ! তা তো আর আমে না !

শুধু মাত্র ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাতামে ছড়ি ঘুরালে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও অবশ্য ই মোক্ষার হতে হবে অচেতন মানুষের। বুশ চাইলে কি তার প্রাক্তন বন্ধু লাদেন লুকিয়ে থাকতে পারে আজ ও? ঠিকে থাকতে পারে মৌলবাদী ভুত এখন ও ? একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি কুদ্দুস খান কে ,বাংলাদেশের জামাত কি করে আমেরিকার চোঁথে মডারেট মুসলিম গনতান্ত্রিক দল হয় ? একের পর এক বোমা হামলায় কেউ ধরা পরে না কেন? আমাদের ম্যাডাম বহাল তবিয়তে আমেরিকার মার্টিনিকেটে প্রাপ্ত মডারেট গন তান্ত্রিক জামাত কে নিয়ে শাসন কার্য চালিয়ে

যাচ্ছেন। মারা দেশ নজীরবিহীন বোমা হামলায় থমকে দাড়ায়, তবু তিনি একটু ও থমকান না ! একটু ও  
রোজ লিপ ঘটকের কমতি পরে না চেহারায়ে। ফাটল ধরে না কোথা ও। সামান্য ঝুটুকু ও ঝুঁচকায় না তাঁর।  
যথাস্থানে যথারীতি অব ই আছে। মুখের চামড়ায় আমা ন্য ও কম্পন দেখা যায় না। অদা উজ্জল, অদা স্মিত।  
বুকের ফাটা আছে বটে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। এত বড় বিপদে ও এমন ঠান্ডা মাথা, শীতল ডাব  
ডল্লী বিস্ময় জাগায় বৈ কি ! পৃথিবীর তাবড় তাবড় ঘোড়েন নেতাদের ও এমন অবস্থায় শীতল থাকা  
মুশকিল হয়ে যেত। জোর টা কোথায় আসলে ? একটু ভেবে দেখুন বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আমেরিকা বা রুশ স্লেয়ার দের কেন নিঃশর্ত ভাবে প্রেম দেওয়া যায় না জানেন? কারণ তাদের যত কাছে  
যাবেন তত ই দুর্গন্ধ ছড়ায়। মনুষ্য রক্তের দুর্গন্ধ ! মুসলিম দের পবিত্র মক্কা এবং রসুল দ্বিতীর মত ই কুদুস  
আহেবেদের আমেরিকা এবং রুশ প্রেম। মানবতাবাদীদের পক্ষে তো আর নাক মুখ শুজে এমন প্রেমিক  
মাজা সম্ভব নয় !